ডেমক্রেসিওয়াচ

৭, সার্কিট হাউস রোড, রমনা ঢাকা -১০০০

ফোনঃ ৮৮০২-৯৩৪৪২২৫-৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২ ৮৩১৫৮০৭

বেসরকারী সুশাসন ও মানবাধিকার সংস্থা ডেমক্রেসিওয়াচ ১৯৯৫ সাল থেকে দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিনির্মান, মূল্যবোধ অক্ষুন্ন ও এর বিকাশকে পরিশীলিত ধারায় সমুন্নত রাখতে দেশব্যপি কাজ করে আসছে। মূলত তরুন নাগরিক ও তৃণমূল নারীর নেতৃত্ব বিকাশে সংস্থাটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সুশাসন, মানবাধিকার ও মানবসম্পদ উন্নয়নে দেশব্যপি কার্যক্রম পরিচালনা করছে ডেমক্রেসিওয়াচ। গনতন্ত্র ও সুশাসন বিষয়ক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সংস্থা গনতন্ত্র বিষয়ক গবেষণা, মতামত জরীপ, মানবাধিকার বিষয়ক প্রিন্টমিডিয়া ওয়াচ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনে সাধারন মানুষের দাবী দাওয়া নিয়ে সরাসরি সংলাপ অনুষ্ঠান, গনতন্ত্র উৎসব, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার কার্যক্রম,দেশব্যপি দুর্নীতি বিরোধী ক্যাম্পেইন, স্থানীয় এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ, নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম, পার্লামেন্ট ওয়াচ,সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে কার্যক্রম,মানবাধিকার বিষয়ে তরুন সাংবাদিক প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিতভাবে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে আসছে।

সংস্থার মূলমন্ত্রঃ জনগণের প্রচেষ্টায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

লক্ষ ঃ একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ যেখানে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে মানুষের অধিকার থাকবে সুরক্ষিত

উদ্দেশ্য ঃ ডেমক্রেসিওয়াচ এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়ী যেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে গণমূখী শাসন ও মানব অধিকার সমুন্নত থাকবে

ডেমক্রেসিওয়াচের কার্যক্রম :

- নির্বাচন পর্যবেক্ষণ
- ভোটার সচেতনতা কার্যক্রম
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ,এ্যাভোকেসী কর্মসূচী গ্রহন
- তৃনমূল পর্যায়ে সাংবাদিকদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেমিনারের আয়োজন
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে লাইফ স্কিল ও লাইফ ষ্টাইল কোর্স
- নেতৃত্ব বিকাশে তরুন ও নারীদের প্রশিক্ষণ
- জেন্ডার ও সুশাসন
- জনঅংশগ্রহনমূলক পার্লামেন্ট গড়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম
- সহস্রাব্দের উন্নয়ন বাস্তবায়ন

মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক প্রকল্প

মানবাধিকার বলতে মানুষের যে কোন অধিকারকে বোঝায় না, মানবাধিকার শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সকল কর্মকান্ড মানুষের স্বাধীনতা এবং মর্যাদার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা থেকে রক্ষার লক্ষ্যে বিশ্বব্যপি যে আইন সম্মত চুক্তি রয়েছে তাকেই মানবাধিকার বলে। আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে দাবি করতে পারে। এ অধিকারগুলো কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়, এগুলো চিরন্তন এবং সর্বজনীন। দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন ,বিকাশ ও মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধে ডেমক্রেসিওয়াচ যে কোন প্রস্তাবে আহবান জানায়।

রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন বা **Good governance** হচ্ছে শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ অবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার অঙ্গসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত থাকে। রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার উদ্ভবের সময় থেকেই সুশাসন বিষয়টি উদ্ভব হয়েছে। শাসনের এই দীর্ঘ ইতিহাসে মানব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচনা করার পরিসর নেই বলেই আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে সুশাসনকে সম্পৃক্ত করি। সুশাসন একটি দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা হিসেবে আমরাও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সমৃদ্ধির দিকে। তাই ডেমক্রেসিওয়াচ সুশাসন বিষয়ক প্রকল্প বা কার্যক্রম প্রণয়নে সকলকে আহবান জানায়।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ডেমক্রেসিওয়াচের ভূমিকা ঃ

ডেমক্রেসিওয়াচ দেশের বিভিন্ন স্তরে যেমন: কমিউনিটি, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, মিউনিসিপ্যালিটি এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সুশাসন ও গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। ডেমক্রেসিওয়াচ মিডিয়া সংবেদনশীলতা, নাগরিক সমাজ , আইন প্রণেতা ও বিভিন্ন লবি এবং এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। দূর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংস্থা আরো যে সব করছে সেগুলো হলো: যোগাযোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে উন্নত ও শক্তিশালীকরণ,স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটিগুলোর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।

ডেমক্রেসিওয়াচ দেশের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সংবেদনশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মানবাধিকার বিষয়ে বিভিন্ন রচনা প্রতিযোগিতা, নিয়মিত ভিত্তিতে মানবাধিকার বিষয়ে প্রিন্ট মিডিয়াওয়াচ ও তা সুনির্দিষ্টভাবে গণমাধ্যমকে জানানো এবং মানবাধিকার দিবস উদযাপন করছে। সংস্থা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও নেটওয়ার্কের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ করছে। এছাড়াও ডেমক্রেসিওয়াচ মানবাধিকার মানবাধিকার বিষয়ক রিপোর্টিং এর গুনগত মান বৃদ্ধির দেশের সকল জেলায় সাংবাদিকদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ভৌগলিক এলাকা ঃ দেশের ৬৪ জেলা

প্রকল্প নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

- সমাজ সেবা/ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো রেজিস্ট্রেশনের কপি থাকতে হবে। তাছাড়া যদি কোন নেটওয়ার্কের সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে তা সংযুক্ত করতে হবে
- সফলভাবে মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও কর্ম এলাকা থাকতে হবে
- সংস্থার কর্মএলাকার ভৌগলিক অবস্থান তুলে ধরতে হবে
- প্রকল্পের মেয়াদ অবশ্যই তিন মাসের অধিক হবে না
- প্রকল্পের অর্থ বাংলাদেশে ব্যয় করতে হবে
- প্রতিটি সংস্থা একটি করে প্রকল্প জমা দেবেন
- সংস্থাকে অলাভজনক, দল নিরপেক্ষ হতে হবে

প্রকল্পের অর্থ ব্যবস্থাপনা

- মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে প্রকল্প / কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২৫০০০/- (পচিশ হাজার টাকা) টাকার মধ্যে প্রকল্প জমা দিতে হবে।

প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে আলোচনা সভা
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে লিফলেট বিতরন
- মানবাধিকার বিষয়ে স্থানীয় পত্র পত্রিকা রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরী
- সুশাসন বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা
- সাধারন জনগণের মাঝে মানবাধিকার ও অধিকার বিষয়ে সচেনতনতা মূলক কার্যক্রম
- সুশাসন ও মানবাধিকার বিষয়ে ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন
- স্কুল/ কলেজ পর্যায়ে মানবাধিকার বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা
- নারী ও তরুনদের মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- মানবাধিকার বিষয়ে ওয়াচডগ গ্রুপ গঠন করে তাদের মনিটরিং রিপোর্ট
- রেডিও টক শো/ নাটক
- মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশনা
- নির্বাচন পর্যবেক্ষণ
- ভোটার শিক্ষা বা নাগরিক শিক্ষা কার্যক্রম
- স্থানীয় সরকার/ সংসদ / দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম
- এছাড়া আপনার যদি কোন ধরনের ‘ সৃষ্টিশীল ও জনকল্যানমূলক ধারনা’ থাকে সে সব বিষয়েও প্রকল্প জমা দিতে পারেন।

মূল প্রকল্পের সাথে যে সকল কাগজ সংযুক্তি করতে হবে ঃ

- মূল প্রকল্প পত্র
- যৌক্তিক ব্যাখ্যা (**Logical frame work**)
- কর্মপরিকল্পনা
- মূল বাজেট

প্রকল্প জমাদানের শেষ তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ (সন্ধ্যা ৬:০০টা)

ডেমক্রেসিওয়াচ- সুশাসন ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্প প্রস্তাবনা আহবান
এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য, মোস্তফা সোহেল,পরিচালক (০১৭১১-৬৪২৩৪৬) ও ফিরোজ নূরুন-নবী যুগল (০১৭১১-৫৮৫৭৩৬) সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, ডেমক্রেসিওয়াচ, ৭ সার্কিট হাউস রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে
ফোন: ৯৩৪৪২২৫-৬, ৯৩৩০৪০৫, ফ্যাক্স : ৮৩১৫৮০৭
E-mail: dwatch@bangla.net, Web: www.dwatch-bd.org